ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে আবাসিক হল/হোস্টেলসমূহে শিক্ষার্থী ওঠানোর বিষয়ে নির্দেশনা

১। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে আবাসিক হলে/হোস্টেলে ওঠানো হবে।

২। মেয়াদোত্তীর্ণ অথবা বিভিন্ন কারণে ছাত্রত্ব নেই অথবা মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা (ইন্টার্নশীপ/ফিল্ডওয়ার্ক/ প্রজেক্ট/থিসিস(লিখিত ও মৌখিক)/ব্যবহারিক/ভাইভা, ইত্যাদি) শেষ করেছে অথবা স্নাতক (সম্মান) পাশ করেছে কিন্তু নিয়মিত ব্যাচের সাথে মাস্টার্সে ভর্তি হয়নি এমন শিক্ষার্থী হলে/হোস্টেলে উঠতে পারবে না। এই সকল শিক্ষার্থীর জিনিসপত্র যদি হলে/হোস্টেলে থাকে, তাহলে হল/হোস্টেল-এর সকল পাওনা পরিশোধ করে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় হল/হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাদের কক্ষ থেকে জিনিসপত্র অপসারণ করবে এবং এই সমস্ত জিনিসের দায়-দায়িত্ব হল/হোস্টেল কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

৩। হল/হোস্টেলে অবস্থানরত সকল আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিক শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে তাদের স্ব-স্ব ড্যাশবোর্ডে নির্ধারিত ফরম পূরণ করবে এবং হলে/হোস্টেলে ওঠার দিন এই পূরণকৃত ফরমের একটি কপি, হলের হালনাগাদ আইডি কার্ড অথবা ভর্তির হালনাগাদ পে-স্লিপ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হল/হোস্টেলের নির্ধারিত ফি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে হল/হোস্টেলে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

৪। হলে/হোস্টেলে অবস্থান করছে কিন্তু আবাসিকতা/দ্বৈতাবাসিকতার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি এমন শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে তাদের স্ব-স্ব ড্যাশবোর্ডে নির্ধারিত ফরম পূরণ করবে এবং হলে/হোস্টেলে ওঠার দিন এই পূরণকৃত ফরমের একটি কপি, হলের হালনাগাদ আইডি কার্ড অথবা ভর্তির হালনাগাদ পে-স্লিপ ও হল/হোস্টেল-এর নির্ধারিত ফি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে হল/হোস্টেলে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
আগস্ট, ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল/হোস্টেলসমূহের সিট বন্টন নীতিমালা

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে/হোস্টেলে সংযুক্ত নিয়মিত শিক্ষার্থীরা আবাসিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে, ঢাকা শহরসহ যে সমস্ত স্থানে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পরিবহন সুবিধা আছে (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, টংগী, নরসিংদী ও সাভার) সে সমস্ত স্থানে বসবাসরত (স্থায়ী বা বর্তমান ঠিকানা) শিক্ষার্থীরা হলে/হোস্টেলে আবাসিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

২। এমফিল, পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রী, নিয়মিত মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন করে ভর্তি হওয়া, প্রফেশনাল মাস্টার্স, ইভিনিং মাস্টার্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের হলে/হোস্টেলে সিট বরাদ্দ করা হবে না। তবে স্বতন্ত্র নীতিমালার ভিত্তিতে শুধু এমফিল ও পিএইচডি গবেষণারত নারী গবেষকদের নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাসে সিট বরাদ্দ করা হবে।

৩। শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তার নিজস্ব ড্যাশবোর্ড থেকে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে হল/হোস্টেলের সিটের জন্য আবেদন করতে হবে। পূরণকৃত ফরমের পিডিএফ কপি প্রিন্ট করে তা স্ব-স্ব বিভাগের চেয়ারম্যান/ইন্সটিটিউটের পরিচালকের সুপারিশসহ হল অফিসে জমা দিতে হবে। ড্যাশবোর্ডে আবেদনের সময় শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত কাগজপত্রের কপি আপলোড করতে হবে:

ক। পিতা, মাতা, অথবা আইনানুগ অভিভাবকের আর্থিক অবস্থার প্রত্যয়নপত্র:

i) পিতা, মাতা, অথবা আইনানুগ অভিভাবক চাকুরিজীবী হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সর্বশেষ অর্থ বছরের বার্ষিক আয়ের প্রত্যয়নপত্র এবং ট্যাক্স রিটার্ন জমার রসিদ।

ii) পিতা, মাতা, অথবা আইনানুগ অভিভাবক ব্যবসায়ী হলে তার সর্বশেষ অর্থ বছরের ট্যাক্স রিটার্ন জমার রসিদ ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক আয়ের প্রত্যয়নপত্র।

iii) অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কমিশনারের নিকট থেকে বার্ষিক আয়ের প্রত্যয়নপত্র।

খ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার নম্বরপত্র।

গ। জাতীয় পরিচয়পত্রের (যদি থাকে) উভয় পাশের রঙিন কপি। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে জন্মনিবন্ধন সনদের কপি।

৪। হল/হোস্টেলে শূন্য আসনের বিপরীতে মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে সিট বন্টন করা হবে:*

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী	৪০ শতাংশ
দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী	২০ শতাংশ
তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী	১৫ শতাংশ
চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী	১০ শতাংশ
মাস্টার্সের শিক্ষার্থী	৫ শতাংশ
হল/হোস্টেলে বিদ্যমান সামাজিক/সাংস্কৃতিক/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/ক্রীড়া ক্লাবের সদস্য (সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, রেঞ্জার/রোভার/বিএনসিসি, ডিবেটিং ক্লাব, বাঁধন, কুইজ ক্লাব, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্লাব, ইত্যাদি)	১০ শতাংশ

* প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ সিট অস্বচ্ছল ও অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত, হরিজন, ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। বর্ষ ভিত্তিক সিটের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে হল কর্তৃপক্ষ এই বিন্যাস পরিবর্তন করতে পারবেন।

৫। মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে সিট বন্টনের নিমিত্তে নিম্নোক্তভাবে তালিকা তৈরি করা হবে:

- প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি পরীক্ষার মেধাস্কোরের ১০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ১২ পয়েন্ট)।
- দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি পরীক্ষার মেধাস্কোরের ১০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ১২ পয়েন্ট) এবং পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের জিপিএ/সিজিপিএ (সর্বোচ্চ ৪ পয়েন্ট)।
- মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষার সিজিপিএ (সর্বোচ্চ ৪ পয়েন্ট)।

৬। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে পরবর্তী বর্ষের/শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৭। হল/হোস্টেল কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক ৪, ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মেধাক্রমের তালিকা প্রকাশ করবেন। হল/হোস্টেল-এর আবাসিক ভবনসমূহ ও কক্ষের শ্রেণিবিন্যাসের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মেধাক্রম তালিকা থেকে সিট বরাদ্দ কমিটি সিট বরাদ্দ করবেন।

৮। বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনোভাবেই কক্ষ কিংবা সিট পরিবর্তন করতে পারবে না।

৯। কোনো শিক্ষার্থী শৃংখলা পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত থাকলে অথবা মাদকাসক্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার সিট বাতিল করা হবে।

১০। কোনো শিক্ষার্থী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে দ্বিতীয়বার ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রথমবার পুনঃভর্তি হতে চাইলে কেবলমাত্র তার হল/হোস্টেলের সিট বাতিল করা সাপেক্ষে পুনঃভর্তি হতে পারবে।

১১। কোনো শিক্ষার্থী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে তার নিয়মিত ব্যাচের সাথে পরবর্তী বর্ষে ভর্তি না হলে অথবা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করে নিয়মিত ব্যাচের সাথে মাস্টার্সে ভর্তি না হলে তার সিট বাতিল করা হবে।

১২। শিক্ষার্থীর মাস্টার্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা (ইন্টার্নশীপ/ফিল্ডওয়ার্ক/প্রজেক্ট/থিসিস(লিখিত ও মৌখিক)/ব্যবহারিক/ভাইভা, ইত্যাদি) সমাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে হল/হোস্টেল কর্তৃপক্ষের নিকট তার সিট বুঝিয়ে দিয়ে হল/হোস্টেল ত্যাগ করতে হবে।

১৩। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ক্লাস, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সিট বরাদ্দপ্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী হল/হোস্টেল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি কিংবা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিত একটানা ১৫ (পনের) দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তার সিট বাতিল বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায়, সিট পুনঃবরাদ্দের জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবাসিক শিক্ষকের মাধ্যমে হল প্রাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে। জরিমানা প্রদানপূর্বক সর্বাধিক তিনবার সিট পুনঃবরাদ্দের জন্য আবেদন করা যাবে।

১৪। কোনো মিথ্যা তথ্য দিয়ে সিট বরাদ্দ নিলে অথবা একজনের নামে সিট বরাদ্দ নিয়ে অন্যজন অবস্থান করলে এবং পরবর্তীতে তা প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর সিট বাতিল করা হবে।

১৫। সিট বরাদ্দের নীতিমালা সিটের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম/বোর্ডিং কার্ডের পিছনে স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকবে।

১৬। সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭। এ নীতিমালা বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

১৮। এ নীতিমালা প্রয়োজনে পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
আহ্বায়ক, আবাসিক হলে সিট বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম
প্রাধ্যক্ষ, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সদস্য, আবাসিক হলে সিট বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল
প্রাধ্যক্ষ, শামসুন নাহার হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সদস্য, আবাসিক হলে সিট বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ
প্রাধ্যক্ষ, অমর একুশে হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সদস্য, আবাসিক হলে সিট বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
প্রাধ্যক্ষ, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সদস্য-সচিব, আবাসিক হলে সিট বন্টন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি